মুক্তকথা

নারকীয় অত্যাচারের ঘটনাকে হালকা করে দেয়া হচ্ছে। ন্যায্য অধিকারের দাবিকে দুর্বল করা হচ্ছে। সাংবাদিকরা ব্যবহার হচ্ছে নিপীড়িতদের বিরুদ্ধে। ভাষা আর সাংবাদিকরা কিভাবে হয়ে উঠছে সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার, তার একটি বিশ্লেষণ দিয়েছেন যুক্তরাজ্যের 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট'পত্রিকার মধ্যপ্রাচ্য সংবাদদাতা প্রাজ্ঞ সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক। নির্বাচিত অংশ ভাষান্তর করেছেন জসিম উদ্দিন

প্রচারণার নতুন ভাষা

রবার্ট ফিস্ক

সাংবাদিকতা আর ইসরাইলি সরকার একে অপরের প্রেমে পড়েছে আবার। ঘুরে-ফিরে তাদের উচ্চারিত শব্দগুচ্ছ হচ্ছে ইসলামি সন্ত্রাস, তুর্কি সন্ত্রাস, হামাস সন্ত্রাস, ইসলামি জিহাদ সন্ত্রাস, হিজবুল্লাহ সন্ত্রাস, অ্যাকটিভিস্ট টেরর, ওয়ার অন টেরর, ফিলিস্তিনি সন্ত্রাস, মুসলিম সন্ত্রাস, ইরানিয়ান সন্ত্রাস, সিরিয়ান সন্ত্রাস, ইহুদিবিরোধী সন্ত্রাস...

হোয়াইট হাউসের ভাষাই এখন সংবাদদাতাদের অভিধান। সেটার মূল কথা হচ্ছে ইসরাইলিদের প্রতি নিরপেক্ষ হও। তাদের অভিধানটি হলো এমন ঃ সন্ত্রাস, সন্ত্রাস, সন্ত্রাস...

ঠিক কতবার আমি 'সন্ত্রাস' শব্দটা ব্যবহার করলাম? বিশবার। কিন্তু এটি উচ্চারিত হচ্ছে ষাটবার অথবা এক শতবার অথবা এক হাজারবার অথবা এক কোটিবার। শব্দটির মোহে পড়েছি আমরা। এর মাদকতায় অন্ধ হয়ে, নিবিষ্টচিত্তে এর দ্বারা আক্রমণ হানাচ্ছি, আগ্রাসন চালাচ্ছি, করছি ধর্ষণ। এটি একটি নির্মম ভালোবাসা যা, প্রধান সঙ্গীত, টিভি চ্যানেল শুরুর মধুর সুর, সংবাদপত্রের সব পাতার প্রধান শিরোনাম, সাংবাদিকতার যতিচিহ্ণ, একটি সেমিকোলন, কমা এবং সবচেয়ে শক্তিশালী ফুল স্টপ। 'সন্ত্রাস, সন্ত্রাস, সন্ত্রাস, সন্ত্রাস'। প্রত্যেক পুনরুক্তি তাদের আগের কর্মকান্ডকে জায়েজ করে নিচ্ছে। প্রায় সবার কাছে এটি সন্ত্রাসের শক্তি এবং শক্তির সন্ত্রাস। শক্তি এবং সন্ত্রাস একে অপরের পরিপূরক হয়ে গেছে। আমরা সাংবাদিকরাই এটি করেছি। আমাদের ভাষা কেবল অধঃপতিত মিত্রতা গড়ে তোলেনি বরং সরকার, সশস্ত্র বাহিনী, জেনারেলদের এবং অস্ত্রের ভাষার সম্পূর্ণ অংশীদার হয়ে গেছে। স্মরণ করুন প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের 'বাঙ্কার বাস্টার', 'স্কাট বাস্টার' এবং 'টার্গেট রিচ এনভায়রনমেন্ট'? ভুলে যান 'গণবিধ্বংসী অস্ত্রে'র কথা। দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধে যা হয়েছে 'ডব্লিউএমডি'। আরো যুক্ত হয়েছে গোপন সব কোড, যা সন্ত্রাসকে বৈধতা দিচ্ছে, ধন্য করছে সন্ত্রাসীদের।

পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে শক্তি এবং সংবাদমাধ্যম হচ্ছে শব্দ সম্পর্কীয় বিষয় বা যাকে আমরা শব্দের ব্যবহার বলতে পারি। সহজে আমরা একে শব্দবিজ্ঞান বা অভিধান বলে দিতে পারি। আমরা একে ইতিহাসের অপব্যবহার বলতে পারি, এটা হতে পারে ইতিহাস নিয়ে আমাদের অজ্ঞতা। বর্তমান সময়ে আমরা সাংবাদিকরা বেশি মাত্রায় ভাষার শক্তির হাতে বন্দী হয়ে যাচ্ছি। এর কারণ কি ভাষা এবং শব্দের প্রতি একেবারেই আমাদের বেখবর হয়ে পড়া নয়? ল্যাপটপ এখন আমাদের বানান ও ব্যাকরণ 'শুদ্ধ' করে। এ হুজুগে আমাদের বাক্যগুলো শাসকদের উচ্চারিত আওয়াজ হয়ে যায়। এ কারণে আজকের পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বাজে রাজনৈতিক বক্তব্যের সুর। দুই দশক ধরে মার্কিন ও ব্রিটিশ এবং ইসরাইলি ও ফিলিস্তিনি নেতারা 'শান্তিপ্রক্রিয়া' শব্দদ্বয় ব্যবহার করে আসছে। বিপর্যস্ত পরাধীন একদল মানুষকে একফালি ভূখন্ড দেয়ার নামে আশাহীন, অসম্মানজনকভাবে চাপিয়ে দেয়া চুক্তির ব্যাখ্যায় এর ব্যবহার করা হয়। আমি খোঁজাখুঁজি করে বের করলাম অসলো চুক্তির সময় এর প্রথম ব্যবহার হয়। আমরা কত সহজে সে গোপন আত্মসমর্পণকে ভুলে গেলাম। অসলো চুক্তি মূলত একটি ষড়যন্ত্র, যার কোনো আইনগত ভিত্তি ছিল না। আমরা ভুলে গেলাম হোয়াইট হাউসে সংঘটিত সেই ঘটনা। ক্লিনটন পবিত্র কুরআন থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। আরাফাত সাগ্রহে বলেছিলেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ মি. প্রেসিডেন্ট'। আপনারা কি স্মরণ করতে পারছেন আরাফাত এটিকে কী নামে আখ্যায়িত করেছিল? 'দ্য পিস অব দ্য ব্রেভ।' আমি এমন স্মরণ করতে পারছি না যে, কেউ এটিকে আলজেরীয় যুদ্ধের শেষে জেনারেল দ্য গলের 'দ্য পিস অব দ্য ব্রেভ' বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন বা পেরেছিলেন। সেই যুদ্ধে ফ্রান্স হেরেছিল আলজেরিয়ায়। অসাধারণ এ দুর্ভাগ্যকে আমরা লক্ষ করতে পারিনি অসলো চুক্তির সময়।

এখন একই গান আমরা গেয়ে চলেছি। আমরা পশ্চিমা সাংবাদিকরা ব্যবহৃত হচ্ছি শাসকদের দ্বারা। আফগান যুদ্ধের ব্যাপারে আমরা পশ্চিমা জেনারেলদের উদ্ধৃত করছি। তাদের ভাষায় এটি 'হৃদয় ও মন' জয়কারী একটি যুদ্ধ। কেউ তাদের প্রশ্ন করছি না ভিয়েতনাম যুদ্ধে ভিয়েতনামি জনগণের ব্যাপারেও কি একই বচন ব্যবহার করা হয়নি? আমরা বা পশ্চিমারা কি ভিয়েতনাম যুদ্ধে পরাস্ত হইনি? আমরা আবারো আমাদের প্রতিবেদনে ব্যবহার করছি 'হৃদয় ও মন'। আমরা নতুন করে শব্দকোষ তৈরি করছি। শব্দগুলোর দিচ্ছি নতুন নতুন সংজ্ঞা। যেখানে চার দশকের ব্যবধানে আরেকটি পরাজয়ের বদলে ভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা দাঁড় করাচ্ছি। মার্কিন সামরিক বাহিনী নতুন করে যে শব্দগুলো ব্যবহার করছে, তা লক্ষ করুন। আমরা পশ্চিমারা যখন 'আমাদের' শত্রু আলকায়েদা অথবা তালেবান আরো বোমা পাতছে বা বেশি আক্রমণ হানছে, আমরা এটাকে বলছি, 'স্পাইক (সুচালো আগা বা ফাল) ইন ভায়োলেন্স'। 'স্পাইক' শব্দটি নতুন, এ অর্থ নিয়ে প্রথম ব্যবহার করেন ২০০৪ সালের বাগদাদের গ্রিন জোনে বসে একজন মার্কিন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল। এখন আমরা এ বচনটি ব্যবহার করে চলেছি। পেন্টাগন যেভাবে আমাদের জন্য শব্দ তৈরি করে দেয়, ঠিক সেভাবেই আমরা শব্দটির প্রচলন করে দিই। একটি ফাল (স্পাইক) নিচের দিকের চেয়ে অনেক দ্রুত ওপরের দিকে উঠতে পারে। 'স্পাইক ইন ভায়োলেন্স' তাই 'ইনক্রিজ ইন ভায়োলেন্স'-এর অশুভ ব্যবহারকে এড়াতে পারে; সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য যা জুতসই।

আবার ফালুজাহ, বাগদাদ বা আফগানিস্তানের কান্দাহারে হঠাৎ করে সৈন্যসংখ্যা বাড়ানো হলে (যাকে মুসলিম দেশগুলোতে গণহারে সৈন্য বৃদ্ধি বলা যায়) তার জন্য এরা 'সার্জ' (তরঙ্গের মতো ধাবিত) শব্দটি ব্যবহার করে। প্রকৃত প্রস্তাবে সার্জ হলো একটি সুনামি বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক ধারণা, যার পরিণতি ব্যাপক ধ্বংসাত্মক। সাংবাদিকতায় 'সার্জ' নামে ব্যবহৃত শব্দটি হচ্ছে শক্তি বৃদ্ধি। এটা হচ্ছে মূলত আমেরিকান সৈন্য দ্বন্দ্বে লিপ্ত এবং ক্রমপরাজয়ের মুখে পতিত জায়গাগুলোতে। কিন্তু আমাদের টিভি ও সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা শব্দটিকে অত্যন্ত ইতিবাচক ভঙ্গিতে ব্যবহার করছে। বলতে পারেন, পেন্টাগন আবারো জয়ী।

এরই মধ্যে 'শান্তিপ্রক্রিয়া' ভন্ডুল হয়েছে। আমাদের নেতারা যারা মুখ্য ভূমিকা পালনকারী, তাদের ব্যাপারে আমরা বলতে পছন্দ করি এ প্রক্রিয়াকে সচল রাখতে চেষ্টা করছেন। প্রক্রিয়াটিকে 'ব্যাক অন ট্র্যাক' করা হয়েছে। যেন এটি একটি ট্রেন। ক্লিনটন প্রশাসন প্রথম এ বচনটি ব্যবহার করেছিল। এরপর তা ইসরাইলিদের মুখ থেকে শুনতে পাওয়া যায়। তারপর আমরা দেখলাম বিবিসিতে। 'পিস প্রসেস'-এর জায়গায় 'ব্যাক অন ট্রাক' ও কাজে এলো না। এ সমস্যা থেকে উতরানোর জন্য এবার আরেকটি বচন সামনে আনা হলো; সেটি হচ্ছে 'রোডম্যাপ'। এর সাথে আরো শব্দ আসল 'পিস এনভয়'। শেষে রোডম্যাপও কাজে এলো না। সে জন্য পুরনো বচন 'পিস প্রসেস' ফিরে এসেছে আমাদের টিভি ও সংবাদপত্রে। জুনের প্রথম সপ্তাহে সিএনএনে দেখা গেল, তথাকথিত বিশেষজ্ঞ 'পিস প্রসেস' শব্দদ্বয় উচ্চারণ করল। এটি কেবল সস্তা গতানুগতিক পদসমষ্টি নয়; অদ্ভুত ধরনের সাংবাদিকতাও বটে। প্রকৃতপক্ষে শক্তি এবং সংবাদমাধ্যমের মাঝে কোনো যুদ্ধ নেই। কিন্তু ভাষার মাধ্যমে আমরা তাদের একান্ত পক্ষের লোক হয়ে গেছি।

মধ্যপ্রাচ্যে আমরা দেখছি, কাপুরুষোচিত সাংবাদিকতা। আমরা কিভাবে সেখানে শব্দ পরিবর্তন করে ঘটনাগুলোকে অর্থহীন ও হালকা করে ফেলছি, তার নজির রয়েছে সাংবাদিকদের প্রতিদিনকার ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যে। 'দখল' শব্দটি হয়ে যাচ্ছে 'বিরোধপূর্ণ'। তেমনিভাবে 'দেয়াল' হয়ে যাচ্ছে 'বেড়া' বা 'নিরাপত্তা প্রতিবন্ধক'। আরব ভূমি দখল করে ইসরাইলি উপনিবেশ গড়ে তোলার কার্যক্রম সব আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী। দখলের পরিবর্তে এখানে 'বসতি স্থাপন' অথবা 'ফাঁড়ি' অথবা 'ইহুদি প্রতিবেশী' শব্দগুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে। জর্জ বুশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল ইসরাইল কর্তৃক অধিকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলকে 'বিরোধপূর্ণ ভূমি' বলতে মার্কিন কূটনীতিকদের নির্দেশ দেন। কূটনীতিকদের দেয়া এ নির্দেশই মার্কিন মিডিয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

পশ্চিমা সাংবাদিকরা আফগানিস্তানের ব্যাপারে 'ফরেন ফাইটার' (বিদেশী যোদ্ধা) বচনটি অসংখ্যবার ব্যবহার করছে। এর মাধ্যমে তারা বিভিন্ন আরব গ্রুপকে বোঝায়। ইরাকের ব্যাপারেও একই বচন ব্যবহার করা হয়। এ যোদ্ধারা হচ্ছে সৌদি, জর্দানি, ফিলিস্তিনি ও চেচেন। জেনারেলরা তাদের 'ফরেন ফাইটার' বলেন। তাদের মুখ থেকে টেনে নিয়ে আমরা পশ্চিমা সাংবাদিকরাও উচ্চারণ করছি 'ফরেন ফাইটার'। তারা এদের অনুপ্রবেশকারী বলতে চায়। প্রধান ধারার পশ্চিমা টেলিভিশন কখনো কমপক্ষে এক লাখ ৫০ হাজার আমেরিকান, ব্রিটিশ এবং অন্যান্য ন্যাটো সৈন্যকে 'ফরেন ফাইটার' বলেছে এমন নজির নেই। 'আমরা' পশ্চিমারাই প্রকৃতপক্ষে 'ফরেন ফাইটার'।

আরেকটি ক্ষতিকর বচন 'আফ-পাক'। এটি বর্ণবাদী এবং রাজনৈতিকভাবে অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। শব্দটি মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট সৃষ্ট। রিচার্ড হলব্রুককে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে প্রতিনিধি নিয়োগদানের দিন প্রথম ব্যবহার করা হয়। এই বচনে 'ইন্ডিয়া' শব্দটি এড়িয়ে যাওয়া হয়, আফগানিস্তানে যার প্রভাব এবং উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'আফ-পাক' বচনে ইন্ডিয়াকে মুছে দেয়ার মাধ্যমে পুরো কাশ্মীর সঙ্কটকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে পাকিস্তানকে আঞ্চলিক বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে কিছু বলার ক্ষেত্রে বঞ্চিত করা হলো। হলব্রুককে 'আফ-পাক' দূত নিয়োগের মাধ্যমে কাশ্মীর ইস্যু আলোচনাকে নিষিদ্ধ করা হলো। 'আফ-পাক' বচনটি ব্যবহারের মাধ্যমে সাংবাদিকরা মূলত স্টেট ডিপার্টমেন্টের পক্ষ হয়ে কাজ করলেন।

এখন আমরা ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাই। আমাদের নেতারা ইতিহাস ভালোবাসেন। বেশির ভাগই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ভালোবাসেন। ২০০৩ সালে জর্জ বুশ ভেবেছিলেন তিনিই চার্চিল। তিনি রীতিমতো চার্চিলের মতো পোশাক-আশাক ব্যবহার শুরু করেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়টা তিনি ব্যয় করেছিলেন ভিয়েতকংদের হাত থেকে টেক্সাসের আকাশ নিরাপদ রাখার জন্য। ২০০৩ সালে তিনি 'শান্তিকামী'। টাইগ্রিসের হিটলার নামে খ্যাত সাদ্দামের সাথে যেন তিনি যুদ্ধ চাচ্ছিলেন না। যেমন শান্তিকামী ছিলেন ব্রিটিশরা যারা ১৯৩৮ সালে নাৎসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাচ্ছিলেন না। তিনি কোনো 'শান্তিকামী' নন। তিনি ঘোষণা করলেন আমেরিকা ব্রিটেনের সবচেয়ে পুরাতন বন্ধু। উভয়েই সাংবাদিকদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, ১৯৪০ সালে ব্রিটেনের দুঃসময়ে দেশ দুটি কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে উভয়েই মিথ্যা ভাষণ দিয়েছেন। ব্রিটেনের পুরাতন বন্ধু আমেরিকা নয়। দেশটি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নিরপেক্ষ ফ্যাসিস্ট দেশ পর্তুগাল। হিটলার মারা গেলে দেশটি তাদের পতাকা অর্ধনমিত রাখে। ১৯৪০ সালে জার্মান বিমান হামলায় লন্ডনসহ পুরো ব্রিটেন যখন পর্যুদস্ত, তখনো আমেরিকা তাদের জন্য লাভজনক নিরপেক্ষতা বজায় রাখছিল। ১৯৪১ সালে ডিসেম্বরে পার্ল হারবারে মার্কিন নৌঘাঁটিতে জাপানি আক্রমণের পরই আমেরিকা যুদ্ধে অংশ নেয়। ফিরে যাই ১৯৫৬ সালে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রবার্ট এন্থনি ইডেন মিসরের শাসক জামাল আবদুল নাসেরকে 'মুসোলিনি অব দ্য নীল' আখ্যা দেন। এটি একটি খারাপ ধরনের ভুল। নাসেরকে আরবরা ভালোবাসতেন। মুসোলিনি আফ্রিকান ও লিবিয়ান আরবদের কাছে যেমনটি ঘৃণিত ছিলেন, নাসেরের ব্যাপারটি ছিল তার উল্টো। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ খাল নিয়ে কী ঘটেছিল, আমরা জানি। কিন্তু আমরা সাংবাদিকরা কী করলাম?

এখন আমাদের জন্য সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হচ্ছে শব্দ পরিচালিত যুদ্ধ, আমাদের ব্যবহৃত শব্দের শক্তি এটি আসলে যুদ্ধ নয় যেহেতু আমরা আত্মসমর্পণ করেছি। আমাদের এ যুদ্ধ দর্শক পাঠকদের কাছ থেকে আমাদের আলাদা করে ফেলছে। তারা বোকা নন। তারা শব্দের এসব বহুবিধ ব্যবহার বোঝেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের চেয়েও বেশি। ইতিহাসের বেলায়ও একই কথা বলা যায়। তারা জানেন, আমরা শব্দগুচ্ছকে সাজাচ্ছি জেনারেল এবং প্রেসিডেন্টের ভাষা থেকে। আমরা হয়ে যাচ্ছি এ ভাষার অংশ।

জুনের প্রথম দুই সপ্তাহে মানবতাবাদী অথবা 'অ্যাকটিভিস্ট টেররিস্ট' গাজার ক্ষুধার্ত ফিলিস্তিনিদের ওষুধ ও খাদ্য পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করে। সাংবাদিকদের দায়িত্ব ছিল ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মুমূর্ষু দূর অতীতের সেই ঘটনাটি পাঠক শ্রোতাদের স্মরণ করিয়ে দেয়া; যখন ব্রিটিশ ও আমেরিকানরা অবরুদ্ধ বার্লিনবাসীর জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খাদ্য ও জ্বালানি পৌঁছে দিয়েছিল। রাশিয়ান সামরিক বাহিনী তাদের অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। এরপর দেয়াল নির্মিত হয়েছিল। এখন গাজার দিকে ফিরে তাকাই। আমরা পশ্চিমা সাংবাদিকরা যারা ইতিহাসের সমান্তরাল উপস্থাপন পছন্দ করি আমাদের কেউ কি বর্তমানে সংঘটিত প্রাণবিনাশী গাজা ট্র্যাজেডিকে ১৯৪৮ সালে সংঘটিত বার্লিন সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপন করেছি?

হামীম জব সেন্টার
এন্ড ট্রাভেলস্
291A Whitechapel road (1st floor) london E1 1BY
tel. & fax: 020 7539 3511 mob: 07932 402033
Jobs Jobs Jobs Jobs Jobs Jobs
* আপনি কি ষ্টাফ / কাজ খুজছেন? ২৪ ঘন্টার মধ্যে রেষ্টুরেন্টের ষ্টাফসহ ফ্যাক্টরী, গ্রোসারী ও দোকানে কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারি।
* ব্যাংক লোন এবং ব্যাংক একাউন্ট খোলার ব্যাপারে আমরা সাহায্য করে থাকি।
* আপনার জরুরী ডকুমেন্ট আমরা দু-তিন দিনের ভিতরে বাংলাদেশে পৌছে দিতে পারি

এছাড়া আমরা --- --
বিমান, আমিরাত, সৌদি এয়ার লাইন্স, কাতার - উমরা হজ্বসহ এয়ারলাইন্সের টিকেট এর ব্যবস্থা করে থাকি।

পার্সোনাল লোন ও ব্যাংক একাউন্টের ব্যাপারে সাহায্য করা হয়। কাবিন বাংলা থেকে ইংরেজী, পাওয়ার অব এটর্ণী, ভিসা, নো ভিসা, পাসপোর্ট রিনিউ, নতুন পাসপোর্ট তৈরী, লস্ট পাসপোর্ট ইত্যাদি ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি।
ESOL and LIFE IN THE UK TEST এর ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি
ওমরা হজ্বের বুকিং এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন
আপনি কি বাংলাদেশে টাকা পাঠাতে চান?
আমরা ১ ঘন্টার মধ্যে আপনার টাকা পৌছানোর ব্যবস্থা করে দিতে পারি।